ইন্টারন্যাশানাল কলেক্টিভ্ ইনসাপোর্ট অফ ফিসওয়ারকার্স (আই সি এস এফ)
ইন্টারন্যাশানাল ওসান ইনস্টিটিউট (আই ও আই) ইণ্ডিয়া
ফারজিং ইউনিট ঃ কোস্টাল কমিউনিটিজ এণ্ড দি ইন্ডিয়ান ওসানস্ ফিউচার
আই আই টি ম্যাডরাস, চেন্নাই

৯-১৩ অক্টোবর ২০০১

ভিশান স্টেটমেন্ট

১) আমরা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, তানজেনিয়া, ম্যাডাগাসকার, ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালদিভস সেশেলস্ তেরোটি অংশগ্রহণকারী দেশ তৎসহ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইউ কে এবং নরওয়ের প্রতিনিধিগণ ৯ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর ২০০১ ভারতের চেন্নাই (মাদ্রাজ) শহরে মিলিত হয়েছিলাম। উপস্থিত ছিল মৎস্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মী সমিতি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, এন. জি. ও. এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য ছিল, সমুদ্র উপকূলবাসী সম্প্রদায়কে একত্রে মিলিত করার উপায় নির্ধারণ। তা ছাড়া ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মৎস্য শিল্প ক্ষেত্রের সম্পদকে কি করে নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করা যায় তা চিন্তা করা।

২) ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে এবং এই অঞ্চলেই আছে বিশ্বের সর্বাধিক বাণিজ্যিক মৎস্য-প্রজাতি। আমাদের খাদ্যের বড়ো উৎস মাছ। তা ছাড়া মাছ হল এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, আয় ও বিদেশী মুদ্রার উৎস। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মৎস্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরও এই অঞ্চলে বাস। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছোটো ছোটো মৎস্য-ব্যবসায়ী; যারা ছোটো জাল নিয়ে ছোটো ডিঙি নৌকায় মাছ ধরে। এদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই দরিদ্র এবং পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার করলে উপকূলবাসী ধীবরদের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক।

৩) উপকূল অঞ্চলের সীমিত সীমার মধ্যে দ্রুত আর্থিক উন্নতি ঘটলেও, স্বাধীনতা ও বিশ্বায়নের ইন্ধনরূপ চাপের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটেছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। এর ফলে তৈরি হয়েছে উপনগরীর এবং দূষণমুক্ত শিল্প কেন্দ্রের। প্রমোদ-ভ্রমণ ও শিল্পনৈতিক ভিত্তিতে চিংড়ি মাছের চাষের ফলে উপকূলবাসী মানুষের স্বভাবের মধ্যে দ্রুত অবনতি ঘটে গেছে। পরিবর্তন ঘটছে তাদের সাবেক জীবনচর্চা ও কর্মধারায়। এ জাতীয় প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়েকটি জরুরি প্রতিবিধান ঃ

- ফলপ্রসূ আইন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থা করা যে সম্পদের সামগ্রিক অধিকার ও ব্যবহার অবাঞ্ছিত হবে, উপকূল অঞ্চলের জল-স্থল উভয় অংশের উন্নতির সঙ্গে।
- সহযোগের ভিত্তিতে উপকূলের সম্পদ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত, আইন মোতাবেক অনুদান, উপসাগরীয় অঞ্চলের পূর্ব ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত কারণ, বিশেষভাবে যারা নিযুক্ত আছেন ক্ষুদ্র মৎস্য-বাণিজ্যের সঙ্গে।
- অগ্রাধিকার পাবে ধীবর সম্প্রদায় যেখানে তাদের বাস ও যেখানে আছে মূল্যবান জল-সম্পদ, যা থেকে তারা প্রাচীন প্রথা অনুসারে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে এবং
- উপকূল অঞ্চলের ধীবর সম্প্রদায়ের জন্য উন্নতমানের জীবন যাত্রা সুনিশ্চিতভাবে অগ্রাধিকার পাবে এবং তাদের উন্নয়নের কাজ প্রাধান্য পাবে।

৪) ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হল, উৎপাদশীল জীব বৈচিত্র্য এবং তার বহুবিধ জৈবীরূপ, যাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক পরিবেশ গত আদান প্রদান। যাই হোক ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশের তীরভূমির কাছে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মান অত্যন্ত নিম্ন ও মৎস্য শিকারের চাপ অত্যন্ত বেশি। যদিও এই সব মৎস্য ভান্ডার মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের একমাত্র উপায়, তথাপি অধিকাংশ সময়ে অভ্যন্তরের অথবা বাইরের বৃহৎ মৎস্য তরণী তাদের উপর অধিকার বিস্তার করে। অনেকসময় অমনোনীত ধ্বংসাত্মক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, যথা তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ট্রলার জাল। এইসব অভ্যাস ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ীর ডিঙি নৌকো ও জালের ক্ষতি সাধন তো করেই সময় সময় সংঘর্ষের

ফলে তাদের জীবনহানীও ঘটে। বেলাভূমি থেকে দূরে অবস্থিত মৎস্য ভান্ডারের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা দুর্বল বা অনুপস্থিত। ভারত মহাসাগরে যে তৈল ও খনিজ সম্পদ আছে তা অবৈধভাবে কাজে লাগানো হয়। এই সমুদ্রে ব্যাপক নৌপরিবহন ব্যবস্থা আছে এবং এটি হল বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের বিষাক্ত বর্জ-পদার্থের বেসিন স্বরূপ। ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ী ও কর্মীদের জীবিকায় প্রতিবন্ধকতা দূর করা, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং ভারত মহাসাগরের অখন্ডতা ও সম্পদ অটুট রাখার জন্যে। নিম্নলিখিত অভিমতগুলি বিবেচ্য :

- সম্পদ ব্যবহারে সমাজ ভিত্তিক ইকোলজিক্যাল আবেদন এবং স্থানীয় রাজ্যের দ্বারা মৎস্য বাণিজ্য সম্পাদন।
- রাজ্যগুলি ধ্বংসাত্মক জালের ব্যবহার ধীরে ধীরে কম করার ওপর জোর দেবে। যেমন সমুদ্র-তলদেশের অনেক নিচ পর্যন্ত প্রসারিত জালের ব্যবহার তারা FAO-র আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রকৃতি পরিবেশগত কারণে শিল্পনৈতিক বাণিজ্য তরণী যা ক্ষুদ্র মৎস্য শিল্পের সঙ্গে একই জায়গায় মৎস্য শিকার করে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের ব্যবহার সীমিত করা হবে।
- রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র মৎস্য শিল্পকে উৎসাহ দান করবে, যারা নির্বাচিত জাল ইত্যাদি ব্যবহার করবে। মৎস্য উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর জোর দিলে এদের কর্ম সংস্থানের সুবিধা প্রসারিত হবে।
- সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করবে রাজ্য। যে দূষণ সৃষ্টির কারণ জাহাজ চলাচল, সামুদ্রিক অজৈবিক বস্তু উৎপাদন, বিষাক্ত বস্তু ও বিভিন্ন অঞ্চলের বর্জদ্রব্য সমুদ্র গর্ভে ফেলা। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে এ সব কাজ বন্ধ হওয়া দরকার। এর মধ্যে গ্লোবাল প্ল্যান অফ্ এ্যাক্সানের কথাও বলতে হয়, যাদের কাজ স্থলভিত্তিক কার্যকলাপ থেকে সমুদ্র পরিবেশ রক্ষা (GPA/LBA)।

৫) উপসাগরীয় অঞ্চলের মৎস্য-জীবি সম্প্রদায়ের মহিলাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভূমিকা আঞ্চলিক ও সামাজিক সভ্যতা ভেদে ভিন্নতর। যদিও জীবন ধারণের মান উন্নয়নে তারা সর্বতোভাবে অপরিহার্য। উপকূল অঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশের অবনতি এবং মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের নিজস্ব বাসভূমি থেক সরে যাওয়ার ফলে তাদের কাজের চাপ বেড়েছে ও জীবন ধারণের মান কমে গেছে। মস্ত্যজীবি সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের কর্মের স্বীকৃতি সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তাই এ সম্পর্কে ধারণা খুবই সীমিত। এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ঃ

- মহিলাদের কাজের মূল্যকে স্বীকৃতি দান এবং তাদের কাজকর্মের তথ্যভিত্তিক ড্যাটা সংগ্রহ।
- মহিলারা বর্তমানে যে কাজে যুক্ত আছে তা সুরক্ষিত করা।
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অন্য ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অংশে গ্রহণ সুনিশ্চিত করা।
- সংগঠিত অথবা অসংগঠিত ক্ষেত্রে মস্ত্য-বাণিজ্য কেন্দ্রের মহিলাদের কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।

৬) ক্ষুদ্র মৎস্য-শিল্পে ব্যবহৃত তরণীর অনুমতি ছাড়াও রাজ্যের সীমান্ত লঙ্ঘন করলে রাজ্য কর্তৃক মৎস্য-কর্মীদের আটক বা শাস্তিদান সম্প্রতি উপকূলে বসবাসকারী অধিবাসীদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব সরকারী আমলারা এই ব্যাপার সামলায় এটা তাদেরও সমস্যা বটে। এটা মূলত Exclusive Economic Zones (EEZ) এর ঘোষণার ফলশ্রুতি। এর ফলে মাঝে মাঝে উপকূলের ধীবরগণ বহুকালের অভ্যস্ মাছ ধরার ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হয়। যাই হোক , এই অবস্থা অন্যান্য কারণের যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে স্থানীয় ও উপকূলের মৎস্য-বাণিজ্য সম্পদের অভাবের ফলে ঘটে থাকে। এই জটিল সমস্যার প্রাসঙ্গিক সমাধান প্রয়োজন যা মৎস্য-কর্মীদের মানবাধিকার রক্ষা করবে। এইসব কথা ভেবে নিম্নলিখিত অভিমত বিবেচ্য :

- আইন প্রয়োগ করে অন্য উপকূলবর্তী রাজ্যের সমুদ্রমৎস্য-শিকারীদের বাধাদান বা আটক করার সময় ১৯৮২ সালের কনভেনশন মোতাবেক ৭৩ সংখ্যক ধারাটি মেনে চলতে বাধ্য করা। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রবর্তিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের শর্তগুলি এবং ১৯৭৬ সালের UN আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লঙ্ঘন না করা।
- আটক থাকা জেলেদের মুক্তি ও স্বেশে তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্যগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যসাধনের ব্যবস্থা করবে।
- এ কথা স্বীকার করা যে অনমনীয় বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করলে যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই সমুদ্র সীমার কাছে বাস করে ও মৎস্য শিকার করে, তাদের ক্ষতি হতে পারে। তাদের প্রয়োজন ও সেই সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার ও দায়-দায়িত্বের কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

- নিজ রাজ্যের অন্তর্গত সমুদ্রে যে সব ধীবর ছোটো ডিঙিতে মাছ ধরে তারা অবৈধভাবে মাছ ধরলে যে, আইনের দ্বারা বহিরাগত অবৈধ ধীবরগণ দন্ডিত হয় তাদিকেও সেই আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে না। এই সব ক্ষেত্রে যেহেতু অবৈধ মাছ শিকার উপকূলবর্তী বারো মাইলের মধ্যে হয়, সেহেতু তাদের EEZ এর সীমা লঙ্ঘনকারীদের চেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি যেন না দেওয়া হয়।
- ধীবরগণ যেন কখনই দুই রাজ্যের সমুদ্র সীমা সংক্রান্ত বিরোধের শিকার না হয়। রাজ্য ব্যবস্থা করবে এই সব অঞ্চলের মৎস্য ক্ষেত্রগুলির ধীবরগণ যাতে এদের জীবন ও জীবিকার জন্যে মৎস্য শিকার করতে পারে।

৭) অপেক্ষাকৃত ছোটো ডিঙি নৌকোগুলিকে দীর্ঘ সহনশীল সম্পন্ন করে নির্বাচিত মাছ ধরার পদ্ধতি গড়ে তুললে বৃহৎ বাণিজ্যিক তরণী যা বেশিরভাগ সময় অসমুদ্রতীরস্থ রাজ্য থেকে আসে মৎস্য উৎপাদনে তার দরকার হবে না। সমুদ্রতীরস্থ রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্য শিল্পকে উৎসাহদান কল্পে প্রয়োজনীয় :

- সমুদ্র উপকূলবর্তী রাজ্য যাদের বাড়তি সামুদ্রিক সম্পদ আছে তারা বিচার বিবেচনার পর ক্ষুদ্র অথচ সমুদ্র-সহনশীল নৌকো গড়ে তুলবে। এইসব নৌকোগুলি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন রাজ্যের অধীন হবে।
- যেখানে সুযোগ আছে সেখানে রাজ্যগুলি অবশ্যই সহজতর চুক্তি করবে যাতে দূরস্থান যেতে পারে এমন ক্ষুদ্র মৎস্য শিল্পীগণ যারা আইন মোতাবেক কাজ করে তারাও দায়িত্বশীল ভাবে মৎস্য শিকারের সুযোগ পাবে।
- রাজ্য কখনই অতিরিক্ত ক্ষমতা ও ক্ষতিকর মাছ ধরার পদ্ধতি রপ্তানী করবে না।
- অহেতু উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির EEZ এর দুর্বল ব্যবস্থাপণা আন্তর্দেশীয় মৎস্য তরীর চলাচলের অন্যতম কারণ। তারা যেন নিজস্ব সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপণার কাজে অগ্রসর হয়। তাদের নৌকো-তরণীর ওপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আনে ও দায়িত্বশীল মৎস্য কেন্দ্র গড়ে তোলে। এবং
- রাজ্যগুলি আইন অমান্যকারী আন-রিপোর্টেড ও আন-রেগুলেটেড মৎস্য শিকার প্রতিরোধ করবে International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and unregulated Fishing (IPOA-IUU) অনুসারে এই নিয়ম উন্নয়নশীল রাজ্য সম্পর্কে খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দ্বীপ-রাজ্যের ক্ষেত্রে, যারা অনেক বেশি মৎস্য বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থ ও খাদ্য সম্পর্কে নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা ও উন্নতি বিধান তাদের কাম্য।

৮) বর্তমানে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের রাজ্যগুলি উচ্চমানের মূল্যবান মৎস্য ভান্ডারের লাভ ওঠাতে পারছে। অনতিপূর্বকাল থেকে দূরগামী বৃহৎ মৎস্য তরণী যে সব দেশ টুনা শিকারে ব্যবহার করছে তাদের ১৯৮২ সালের কনভেনশন্ অনুযায়ী ব্যবহারিক অধিকার হিসাবে যেন গ্রহণ না করা হয়। এই সব সম্পদের অধিগ্রহণ বিচার করা হবে নিম্নলিখিত বিবেচনার দ্বারা :

- এইসব মৎস্য সম্পদ ধরার প্রকৃত প্রচীন পরম্পরা।
- এই সম্পদের উপর একটি দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং
- ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপ-রাজ্যের ও তার সঙ্গে এই অঞ্চলের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন।

৯) স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই অঞ্চলের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি দূরগামী মৎস্য-তরণী ব্যবহারকারী দেশের মৎস্য শিকার বিষয়ক চুক্তি মেনে নিয়েছে। যদিও সেটা তাদের দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল হবে না, বা এতে তাদের উপকূলবর্তী ধীবর সম্প্রদায়েরও বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। আন্তর্জাতিক নিয়মের পরোয়া না করে মাছ ধরার সুযোগের সঙ্গে এইড্ ও বাণিজ্যিক চুক্তি যুক্ত করে অনুচিত চাপের সৃষ্টি করা হয় । মৎস্য শিকারের যোগ্য আয়োজন গড়ে তোলার জন্য—

- রাজ্য গুলি দায়িত্বপূর্ণ মৎস্য বাণিজ্যের FAO র আচরণ বিধির ১১. ২. ৭ এবং ১১. ২. ৮ নং ধারা প্রয়োগ করবে। এর দ্বারা রাজ্যগুলিকে সম্পদের অধিগ্রহণের সঙ্গে বাণিজ্যের অধিগ্রহণ যুক্ত করার থেকে নিরুৎসাহী করা হয়েছে।
- রাজ্য অবশ্যই জাতীয় মৎস্য পালনের নীতি তৈরি করবে যাতে করে উপকূলবর্তী মৎস্য শিকারী সম্প্রদায়ের অধিকার ও চাহিদা গণ্য করা হবে, অন্য কোনো দূরগামী তরণী ব্যবহারকারী দেশের সঙ্গে অগ্রাধিকারের চুক্তি করবার আগে।
- ভ্রষ্টাচার মুক্ত করার জন্য রাজ্যগুলি দূরসমুদ্র মৎস্য বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে লেনদেনের যৌথ উদ্যোগ ও চুক্তি অবশ্যই স্পষ্টভাবে হিসাবদান করবে।

- দূর সমুদ্রের মৎস্য শিল্পের জাহাজগুলি তাদের কাজের অবস্থা ও জাহাজে কাজের সুযোগ সুবিধা International Labour Organization (ILO) এর বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করে চলবে, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি নীতিও মেনে চলবে।

১০) ভারত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীগণ পারস্পরিক অভিজ্ঞতা আদান প্রদানে উন্নত মানের দক্ষতা সঞ্চয়ে, পরিবর্তনশীল নৈপুন্য অর্জন থেকে উপকৃত হবে। এশিয়ার বহুদেশের মৎস্য পালন ও শিল্পনৈতিক নঞর্থক অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিম ভারত মাহসাগরীয় অঞ্চলের বহুদেশ শিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। সেই সব মৎস্য শিল্পের কৌশল ও উন্নয়নের প্রণালী উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মৎস্য সম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। উদাহরণস্বরূপ উপকূল অঞ্চলের শিল্পনৈতিক চিংড়ি মাছের চাষের কথা বলা চলে।

১১) উল্লিখিত বিষয়ের কথা মাথায় রেখে, সেই সঙ্গে সম্প্রদায় ভিত্তিক উচ্চতর পরিবর্তনের বহু সদর্থক উদাহরণের কথা ভেবে বলা চলে দক্ষিণের সঙ্গে দক্ষিণের সহযোগিতা বাড়ানোর কথা। মানব সম্পদের বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশানুগ নির্বাচিত শিল্প প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার সাম্প্রদায়িক কর্ম পরিকাঠামোর উন্নতি বিধানে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে, সম্পদ সংরক্ষণে নবতারুণ্য বিধানে এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১২) United Nations year of Dialogue Among Civilizations এর অন্তর্গত ‘Vision Statement’ গ্রহণ করায় সাম্প্রতিক বিশ্বশান্তি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষভাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, আমাদের উদ্দেশ্য আগামী দিনে ভারত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে মিলিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

চেন্নাই, ভারত

১৩ অক্টোবর ২০০১